Worksheet-28

Class- III

Subject- 2nd language Bengali

Topic- prose

Date- 1/07/20

Time limit- 30 minutes

তোমরা বাংলায় দুটি খাতা তৈরি করবে। একটি পাঠ্যবই আর একটি ব্যাকরণের জন্য। দুদিকে single ruled খাতা ব্যবহার করবে। খাতার প্রথম পৃষ্ঠাটি সূচীপত্রের জন্য ব্যবহার করবে। সূচীপত্রের পৃষ্ঠাটি যা কাজ দেওয়া হবে সে অনুযায়ী পূরণ করবে। Pencil দিয়ে লিখবে। লেখারকাজ যেন পরিচ্ছন্ন হয়। নীচে সূচীপত্রের নমুনা দেওয়া হল।

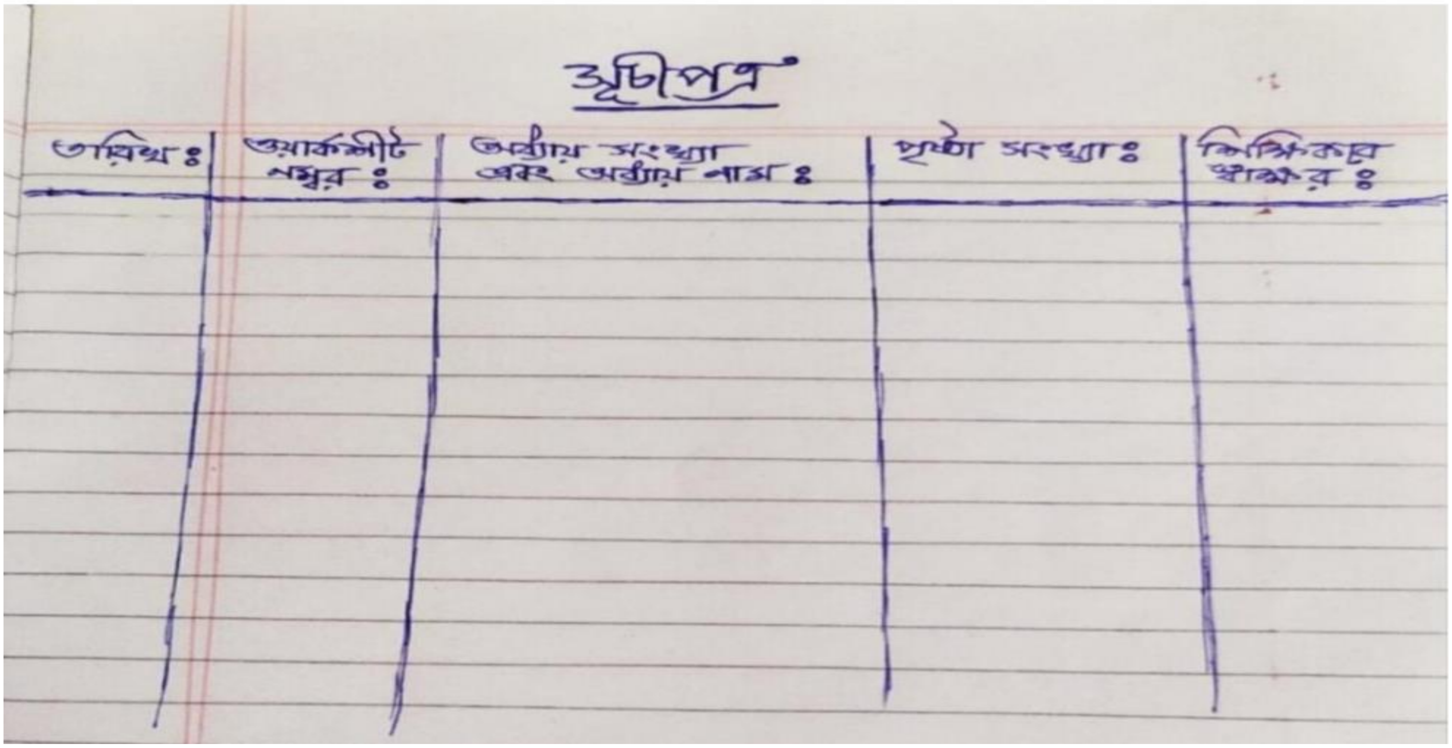

সূচীপত্র

তারিখ ঃ	ওয়ার্কশীট নম্বর ঃ	অধ্যায় সংখ্যা এবং অধ্যায় নাম ঃ	পৃষ্ঠা সংখ্যা ঃ	শিক্ষিকার স্বাক্ষর ঃ

তোমাদের পাঠ্যবই সঞ্চয়িতায় (পৃষ্ঠা সংখ্যা 12,13,14) যে কুয়োর ব্যাঙ গল্পটি আছে আজ তোমরা সেটি পড়বে। যে সমস্ত শব্দের নীচে দাগ দেওয়া থাকবে তার বানান মুখস্থ করবে এবং খাতায় লিখে অভ্যাস করবে। গল্পের বিষয়- সংক্ষেপ পড়বে। পৃষ্ঠার ওপরে worksheet no. ও date দেবে।

কুয়োর ব্যাঙ

— স্বামী বিবেকানন্দ

সাগর থেকে একটু দূরে একটি কুয়ো ছিল। তাতে বাস করত এক মোটা কালো ব্যাঙ। কুয়োতেই তার জন্ম হয়েছিল। আর জন্মের পর থেকে কুয়োতেই তার বাস। একদিনের জন্যও সে কুয়োর বাইরে আসেনি। বাইরের জগৎটা যে কী রকম, তা সে জানত না। তবুও সে নিজেকে সবজান্তা বলেই মনে করত। শুধু মনে করত না, প্রাণের সহিত সে তা বিশ্বাস করত।

কুয়োর জলের সব পোকা আর ছোটো ছোটো মাছ সে ধরে খেত। সে যখন লম্ফঝম্প করে জলের ওপর সাঁতার কেটে বেড়াত, তার হাবভাব দেখে মনে হত, সে একজন কম কিছু নয়। ওপর থেকে মাঝে মাঝে যেসব পোকামাকড় পড়ত সেগুলোও ধরে ধরে খেত।

একটা সাগরের ব্যাঙ একদিন সাগরের তীরে বেড়াচ্ছিল। বেড়াতে বেড়াতে সে কুয়োর কাছে এসে উপস্থিত হল আর কুয়োর মধ্যে পড়ে গেল। কুয়োর ব্যাঙ ভাবলে বুঝি একটা মস্ত শিকার পড়েছে। লাফ দিয়ে যেমনি সে শিকারের ওপর পড়ল, সে দেখে, ওমা। এ যে তার-ই মতো আর একটা ব্যাঙ। ভয়ে সে তিন হাত দূরে লাফিয়ে পড়ল। সম্মান বাঁচাবার জন্য বাইরে এরূপ ভান করলে, যেন সে সাগরের ব্যাঙকে গ্রাহ্যই করেনি।

জন্মের পর থেকে কুয়োর ব্যাঙ আর অন্য কোনও ব্যাঙ দেখেনি। নতুন ব্যাঙটা তার মতো কালো নয়। তার গায়ে আবার নানা রংবেরং দেখে অবাক হয়ে গেল আর বেশ একটুখানি ভয়ও পেল। সাগরের ব্যাঙ কিন্তু চুপ করে মজা দেখতে লাগল।

সাগরের ব্যাঙ দেখে কুয়োর ব্যাঙ মনে মনে বড়ো অশান্তি বোধ করতে লাগল। খুব গম্ভীর হয়ে মোটা গলায় সে সাগরের ব্যাঙকে জিজ্ঞেস করলে, বলি বাপু হে, তোমার আগমন হচ্ছে কোত্থেকে?

আমার আগমন হচ্ছে সাগর থেকে।

সাগর থেকে? সাগর আবার কী বস্তু হে!

সাগর জলে জলময়। যেদিকে চাও, শুধু জল আর জল!

জলে জলময়। তাহলে তোমার সাগরটা কি আমার কুয়োর মতো?

তুমি পাগল নাকি? কী করে তুমি সাগরের সঙ্গে কুয়োর তুলনা করছ?

আহা চটছ কেন? তাহলে তোমার সাগর কি এত বড়ো?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ এক লাফ দিলে। সাগরের ব্যাঙ উত্তর দিলে, তুমি একটা আস্ত মূর্খ, কীসের তুলনা করছ! কোথায় সাগর আর কোথায় তোমার কুয়ো!

আহা চটছ কেন বাপু? বলোই না—তোমার সাগর তাহলে এত বড়ো?

এই বলে কুয়োর ব্যাঙ আর একটু জোরে লাফ দিলে। মূর্খের সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই। সাগরের ব্যাঙ চুপ করে রইল। তখন কুয়োর ব্যাঙ কুয়োর একধার থেকে অন্যধার পর্যন্ত লাফ দিয়ে বললে, ওগো নতুন দাদা, তোমার সাগরটা কী তাহলে আমার কুয়োর মতোই বড়ো?

তুমি একটা কালো ভূত, মহা মূর্খ। তোমার সঙ্গে কথা বলে লাভ নেই।

আহা চটছ কেন সাগর দাদা? বলোই না, তোমার সাগরটা কী তাহলে আমার কুয়োর মতোই বড়ো?

তুমি একটা গাধা। তোমার এ কুয়োর মতো কোটি কুয়ো একত্রে করলেও সাগরের এক কোণের সমান হবে না।

কী? তোমার সাগর আমার কুয়োর চেয়ে বড়ো? তা হতেই পারে না। আমাকে সোজা ভালো মানুষ পেয়ে ঠকাতে এসেছ। তুমি একটি জোচ্চোর। আমার কুয়োর চেয়ে বড়ো জিনিস দুনিয়ায় আর কিছু নেই, থাকতে পারে না। একথা আমি ভালো করেই জানি, প্রাণের সহিত বিশ্বাস করি। তুমি মিথ্যাবাদী, যাও পালাও এখান থেকে।

সাগরের ব্যাঙ বললে, তোমার কুয়োটি ছেড়ে একটু ওপরে উঠে এসো না ভায়া। বেশি দূরে যেতে হবে না, কাছেই সাগর। সাগর দেখলেই বুঝতে পারবে, আমার কথা সত্যি না মিথ্যে। তুমি একটা মূর্খ কিনা।

না বাপু, তোমার সাগর দেখে আমার কাজ নেই। আমার এতখানি বয়স হল, জন্ম থেকে একদিনও সাগর দেখলুম না, আর আজ তুমি এসেছ আমাকে সাগর দেখাতে। যাও, যদি ভালো চাও তবে শিগগির পালাও বলছি।

সাগরের ব্যাঙ দেখলে, মূর্খের সঙ্গে কথা বলা বোকামি। ধীরে ধীরে সে কুয়ো থেকে উঠে সাগরের দিকে চলে গেল। কুয়োর ব্যাঙের মনে তখন মহা আনন্দ। সে বলতে লাগল, বাছাধন কার সঙ্গে চালাকি করতে এসেছিলে। কেমন জব্দ হয়ে গেছ। সাগর-ফাগর কিছুই নেই, সব মিছে কথা। কোথায় থাকে, গায়ে আবার রং মেখে আসা হয়েছে।

যারা বলে— আমার মত, আমার কথা ছাড়া আর সব-ই মিথ্যে তারাও কুয়োর ব্যাঙের মতো। নিজে অজ্ঞান— কুয়োর ভিতর বসে তারা ভাবছে, তাদেরটি ছাড়া জগতে আর ভালো কিছু নেই, বড়ো কিছু নেই এবং তাদের মতো জ্ঞানী কেউ নেই, আর বুদ্ধিমানও কেউ নেই।

বিষয়-সংক্ষেপ ঃ পৃথিবীতে বেশ কিছু মানুষ দেখা যায় যারা সবসময় নিজেদেরকে সকলের চেয়ে বড়ো মনে করে। বিদ্যা, বুদ্ধি সবেতেই সে বড়ো। যদিও তাদের জ্ঞান সীমিত। আসলে ওইসব মানুষ তারা নিজেদের কুয়োর মতো জায়গায় আবদ্ধ রাখে। পৃথিবীর অনেক কিছুরই খবর তাদের নজরে থাকে না, অথচ এমন একটা ভাব দেখায় যেন তার কাছে ওসব কিছুই নয়।